দৈনিক বাংলা
দৈনিক বাংলা

038

তারিখ 06 APR 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নানা ফি

ত্রিশ টাকা উন্নয়ন ফি দাবী করায় একটি বেসরকারী কলেজের অধ্যক্ষ লাঞ্ছিত হয়েছেন। ছাত্রছাত্রী-অভিভাবকেরা এই উন্নয়ন ফি'র যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তারপর ঘটেছে অপ্রিয় ঘটনা।

কিন্তু এই ঘটনাটি একক নয়। বহু বেসরকারী স্কুল-কলেজে এ ধরনের ঘটনা ঘটে। ভর্তি ফি, ম্যাগাজিন ফি, খেলাধুলা ফি, টিফিন ফি—এ ধরনের নানা ফি স্কুলে-কলেজে ভর্তি হবার সময় দিতে হয়। দিতে হয় পরীক্ষার ফি'র সাথে। সম্প্রতি আবার উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে বাৎসরিক পরীক্ষার পর পরবর্তী শ্রেণীতে উঠতে গেলে নতুন করে ভর্তি ফি দিতে হচ্ছে। এ বিধিটি অন্তত ইতিপূর্বে ছিল না। এক বিদ্যালয় থেকে গিয়ে অন্য বিদ্যালয়ে ভর্তি হলে নতুন বিদ্যালয়ে ভর্তি ফি বরাবরই প্রয়োজন হত। কিন্তু একই বিদ্যালয়ে এক শ্রেণী থেকে পরবর্তী উচ্চতর শ্রেণীতে উঠতে গেলে প্রতি বছর ভর্তি ফি দেয়ার রেওয়াজ কোনদিন ছিল না।

সাধারণত এ ধরনের অন্যান্য ফি দিতে কেউই আপত্তি করত না এর আগে। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে। দেখা যায় অনেক বিদ্যালয়ে কোন ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয় না। টিফিন দেয়া হয় না, বার্ষিক খেলাধুলার রেওয়াজ নেই। অথচ এ খাতে ফি নেয়া হচ্ছে প্রতি বছর। এরপর আছে উন্নয়ন ফি। সব মিলে তালগোল পরিস্থিতি।

পরিস্থিতি চরমে ওঠে পরীক্ষার ফি দেবার সময়। আমাদের দেশে অনেক ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন অর্থনৈতিক কারণে নিয়মিত বেতন দিতে পারে না। পরীক্ষার সময় সকল পাওনা শোধ না করলে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া যায় না। বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের এ হচ্ছে একটা পাওয়ার সময়। কারণ নিয়মিত বেতন না পাওয়ায় এ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের শুধুমাত্র সরকারী অনুদানের ওপর নির্ভর করতে হয়। পরীক্ষার সময় ছাত্রছাত্রীরা বাধ্য হয় পাওনা পরিশোধ করতে, শিক্ষকদেরও সারা বছরের কিছু পাওনা এ সময় পরিশোধ হয়। আবার সারা বছরের পাওনা এক সময় পরিশোধ করতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদেরও কম বিপদে পড়তে হয় না। এ সময় এ ধরনের 'ফি' আদায় করতে গেলে ঘটনার আশংকা থাকেই। এ ধরনের ঘটনা হরহামেশা ঘটছে।

এ পরিস্থিতি কারো কাম্য বা বাঞ্ছিত নয়। তাই আমাদের আবেদন—সরকারী-বেসরকারী সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই এ ধরনের 'ফি' সম্পর্কে একই নিয়ম প্রণীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা মনে করি সকল প্রতিষ্ঠানে একই নিয়ম পালিত হলে এ ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনার অবসান সম্ভব।